প্রার্থনার দিকগুলি

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

প্রার্থনার দিকগুলি

শায়খপড বই

শায়খপড বুকস, ২০২৫ দ্বারা প্রকাশিত

প্রার্থনার প্রক্রিয়া

প্রথম সংস্করণ। ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫।

শায়খপড বুকস কর্তৃক লিখিত।

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক, যিনি আমাদের এই খণ্ডটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক, যাঁর পথ আল্লাহ মানবজাতির মুক্তির জন্য বেছে নিয়েছেন।

আমরা সমগ্র শায়খপড পরিবারের প্রতি, বিশেষ করে আমাদের ছোট্ট তারকা ইউসুফের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ শায়খপড বইয়ের উন্নয়নে অনুপ্রাণিত করেছে। এবং আমাদের ভাই হাসানের প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ, যার নিবেদিতপ্রাণ সহায়তা শায়খপডকে নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ উচ্চতায় উন্নীত করেছে যা এক পর্যায়ে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের উপর তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করুন এবং এই কিতাবের প্রতিটি অক্ষর তাঁর মহিমান্বিত দরবারে কবুল করুন এবং শেষ দিবসে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ দিন।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক এবং অফুরন্ত দরূদ ও শান্তি বর্ষিত হোক মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর, তাঁর পবিত্র পরিবারবর্গ এবং সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন।

কম্পাইলারের নোটস

আমরা এই খণ্ডে ন্যায়বিচার করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছি, তবে যদি কোনও ত্রুটি পাওয়া যায় তবে সংকলক ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে তার জন্য দায়ী।

এই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় আমরা ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্ভাবনাকে মেনে নিই। আমরা হয়তো অসচেতনভাবে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তা সাদরে গৃহীত হবে। ShaykhPod.Books@gmail.com ঠিকানায় গঠনমূলক পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ।

ভূমিকা

নিচের ছোট বইটিতে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনাটি পবিত্র কুরআনের ৩য় সূরা আলে ইমরানের ১৮৬ নম্বর আয়াতের উপর ভিত্তি করে তৈরি:

"আর যখন আমার বান্দারা তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, [নবী মুহাম্মদ, সা.], আমি কাছেই আছি। প্রার্থনাকারী যখন আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দেই। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর বিশ্বাস রাখে যাতে তারা [সঠিকভাবে] সৎ পথপ্রাপ্ত হয়।"

আলোচ্য পাঠগুলি বাস্তবায়ন করলে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণে সহায়তা হবে। ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করলে মন ও দেহের শান্তি ফিরে আসে।

প্রার্থনার প্রক্রিয়া

দ্বিতীয় অধ্যায় – আল বাকারা, আয়াত ১৮৬

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

"আর যখন আমার বান্দারা তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, [নবী মুহাম্মদ, সা.], আমি কাছেই আছি। প্রার্থনাকারী যখন আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দেই। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর বিশ্বাস রাখে যাতে তারা [সঠিকভাবে] সৎপথপ্রাপ্ত হয়।"

সম্পর্কে পূর্ববর্তী আয়াতের পরে এই আয়াতটি স্থাপন করা হয়েছে যাতে একজন ব্যক্তিকে রমজান মাসে মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে এবং সারা বছর ধরে এই আনুগত্য বজায় রাখতে উৎসাহিত করা যায়। সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ১৮৫:

"রমজান মাস হলো সেই মাস যেখানে কুরআন নাজিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং হেদায়েতের স্পষ্ট নিদর্শন এবং পার্থক্যকারী। অতএব, যে কেউ এই মাসের চাঁদ দেখতে পাবে, সে যেন রোজা রাখে... এবং [চায়] যে তুমি এই মাস পূর্ণ করো এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে পথ প্রদর্শন করেছেন তার জন্য তাঁর প্রশংসা করো; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।"

এইভাবে আচরণ করলে স্বাভাবিকভাবেই একজন ব্যক্তি নিয়মিতভাবে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করে, যা এমন একটি ইবাদত যা ফরজ নামাজের মতো সৎকর্ম সম্পাদনের সাথে সম্পর্কিত।

মূল আয়াতটি, অন্যান্য অনেক আয়াতের মতো, একজন ব্যক্তি এই পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদায় পৌঁছাতে পারে তা নির্দেশ করে, অর্থাৎ, আল্লাহর বান্দা, যিনি মহিমান্বিত। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ১৮৬:

" *আর যখন আমার বান্দারা..."*

অনেক সময় যখন মহান আল্লাহ তাআলা নবীদের সম্পর্কে কথা বলেন, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তখন তিনি প্রায়শই তাদেরকে নবী হিসেবে উল্লেখ না করে তাঁর বান্দা হিসেবে উল্লেখ করেন। উদাহরণস্বরূপ , নিম্নলিখিত আয়াতে, মহান আল্লাহ তাআলা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর স্বর্গযাত্রার কথা বলেন, তাঁর উপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক, যা তাঁর মহত্ত্বের ইঙ্গিত দেয়, তবুও তাঁকে তাঁর দাস হিসেবে উল্লেখ করেন। অধ্যায় ১৭ আল-ইসরা, আয়াত ১:

"পবিত্র তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের বেলায় মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন , যার চারপাশের পরিবেশকে আমি বরকত দিয়েছি, যাতে তাকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাতে পারি। নিশ্চয়ই তিনি শ্রবণকারী, দর্শনকারী।"

অন্য একটি উদাহরণে, মহান আল্লাহ, সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র নবীদের একজন, হযরত মুসা আলাইহিস সালামের শিক্ষককে কেবল তাঁর বান্দাদের একজন বান্দা হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং শিক্ষকের নামও উল্লেখ করেননি। সূরা আল-কাহফ, আয়াত ৬৪-৬৫:

"[মূসা] বললেন, "আমরা এটাই খুঁজছিলাম।" অতঃপর তারা তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে ফিরে এলো। তারা আমাদের বান্দাদের মধ্যে একজন বান্দাকে পেল, যাকে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে রহমত দান করেছিলাম এবং আমাদের পক্ষ থেকে তাকে [নির্দিষ্ট] জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলাম।"

এমনকি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর নবুওত ও রসূলত্ব ঘোষণার আগে নিজেকে আল্লাহর বান্দা হিসেবে বিশ্বের কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

অনেক হাদিসে এর ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, যেমন সহীহ মুসলিমের ৮৫১ নম্বর হাদিস। প্রকৃতপক্ষে, নবুওত ও রসূলের মূল কথা হলো মহান আল্লাহর দাসত্ব।

অতএব, একজনকে অবশ্যই আল্লাহ তাআলার একজন আন্তরিক বান্দা হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করা। মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন বান্দা বুঝতে পারে যে তার কর্তব্য সর্বদা তার মালিক আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। তাদের কর্তব্য নিজের সন্তুষ্টি বা অন্যের সন্তুষ্টি অর্জন করা নয়। তারা অন্যদের সন্তুষ্ট করতে চায় না এবং পরিবর্তে অন্যদের সর্বদা আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে কাজ করতে উৎসাহিত করে, ঠিক যেমন তারা তা করার চেষ্টা করে, কারণ সমগ্র সৃষ্টিই আল্লাহ তাআলার দাস, ইচ্ছাকৃতভাবে হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হোক। অধিকন্তু, আল্লাহর একজন বান্দা স্বীকার করে যে তাদের যা কিছু আছে তা তাদের মালিক আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ সৃষ্টি করেছেন এবং দান করেছেন, তাই তাদের নিজস্ব জীবনও তাঁরই। অতএব, এই মনোভাব তাদেরকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো এমনভাবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে যাতে তারা এই আশীর্বাদগুলোর মালিক, মহান আল্লাহকে খুশি করে, যা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রতিদান দেব যা তারা করত।"

অধিকন্তু, মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে তাকে অবশ্যই কোনও কিছুর বা কারও দাস হতে হবে। একজন মানুষের পক্ষে দাস না হওয়া সম্ভব

নয়। একজন ব্যক্তি মহান আল্লাহর দাস হিসেবে আচরণ করতে পারে, যা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে, কারণ তিনিই কেবল মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয় নিয়ন্ত্রণ করেন, মনের শান্তির আবাসস্থল, এবং তাই তিনিই সিদ্ধান্ত নেন যে কে মানসিক শান্তি পাবে এবং কে পাবে না। অধিকন্তু , মহান আল্লাহর দাসত্ব করা মানসিক ও শারীরিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে কারণ একজন ব্যক্তি তার দৈনন্দিন জীবনে কেবল তাঁকে খুশি করার লক্ষ্য রাখে এবং একাধিক মালিকের উপর একজন মালিককে সন্তুষ্ট করা অনেক সহজ, বিশেষ করে যখন তার মালিক পরম করুণাময় হন এবং তাঁর বান্দার কাছ থেকে কেবল সামান্য প্রচেষ্টা আশা করেন। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর দাসত্ব প্রত্যাখ্যান করে, সে অনিবার্যভাবে অন্যান্য জিনিস বা মানুষের দাস হয়ে যাবে, যেমন তাদের নিয়োগকর্তা, যেমন হলিউডের নির্বাহী, সমাজ, সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি। এর চেয়েও খারাপ জিনিস হল যখন কেউ নিজের ইচ্ছার দাস হয়ে যায়, কারণ ধর্ষক এবং খুনিদের মতো নিকৃষ্ট মানবজাতির মনোভাব এটি। এই ব্যক্তি তাদের মনিবদের খুশি করার লক্ষ্য রাখবে, যা তাদেরকে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে। এর ফলে উভয় জগতেই কেবল দুর্দশা, অসুবিধা এবং ঝামেলার সৃষ্টি হবে, এমনকি তারা আনন্দ এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি উপভোগ করলেও, কারণ তারা মহান আল্লাহর ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ থেকে বাঁচতে পারে না। যারা মহান আল্লাহর দাসত্বকে প্রত্যাখ্যান করে এবং সমগ্র পৃথিবী অধিকার করেও তারা কীভাবে দুঃখজনক জীবনযাপন করে তা পর্যবেক্ষণ করলে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সূরা তওবা, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

তাছাড়া, মানুষের, যেমন নিজের মালিক বা আত্মীয়দের, সেবক হওয়া কেবল দুর্দশার দিকেই নিয়ে যাবে কারণ যতই চেষ্টা করুক না কেন, সে কখনই অন্যদের পুরোপুরি খুশি করতে পারবে না। এটি একটি অনস্বীকার্য সত্য। ফলস্বরূপ, মানুষের এই সেবক সময়ের সাথে সাথে রাগান্বিত এবং তিক্ত হয়ে উঠবে কারণ মানুষকে খুশি করার জন্য তাদের ত্যাগ তাদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। এটি উভয় জগতেই তাদের চাপ, উদ্বেগ এবং ঝামেলা আরও বাড়িয়ে তুলবে।

অতএব, যেহেতু দাস হওয়া অনিবার্য, তাই প্রতিটি ব্যক্তির নিজের প্রতি করুণাশীল হওয়া উচিত এবং অন্যান্য জিনিসের দাসত্বের চেয়ে মহান আল্লাহর দাসত্বকে বেছে নেওয়া উচিত, কারণ এটিই কেবল মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। এই দাসত্বের মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। ৫ম অধ্যায় আল মায়িদা, আয়াত ১৫-১৬:

"... তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নূর এবং একটি স্পষ্ট কিতাব এসেছে। যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর সন্তুষ্টির অনুসারীদের শান্তির পথে পরিচালিত

করেন এবং তাঁর অনুমতিক্রমে তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।"

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৮৬:

" *আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে..."*

এই আয়াতটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর ঐশ্বরিক গুণাবলী এবং গুণাবলী সম্পর্কে শেখার গুরুত্ব নির্দেশ করে, কারণ তাঁর জ্ঞান পবিত্র কুরআন এবং তাঁর ঐতিহ্য থেকে উদ্‌ভূত। এটিই একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে তিনি তাঁর সাধ্য অনুসারে সঠিকভাবে, তাঁর আনুগত্য করতে পারেন। বিকল্প উৎস থেকে মহান আল্লাহর ঐশ্বরিক গুণাবলী এবং গুণাবলী সম্পর্কে শেখা একজন ব্যক্তিকে আল্লাহকে অসম্মান করতে পারে, যদিও তারা বিশ্বাস করে যে তারা তাঁকে সম্মান করছে এবং এমনকি তাকে অবিশ্বাসের দিকেও নিয়ে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে আলোচিত আল্লাহর ঐশ্বরিক গুণাবলী অধ্যয়নকে উপেক্ষা করে, তখন তারা সহজেই তাঁর রহমত এবং ক্ষমা সম্পর্কে ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা গ্রহণ করতে পারে। এই ব্যক্তি ধরে নেবে যে তারা আল্লাহর রহমতের উপর আশা রাখে, যদিও তাদের কেবল ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা রয়েছে, যার ইসলামে কোন মূল্য নেই। ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা হলো যখন কেউ আল্লাহর অবাধ্যতায় অবিচল থাকে এবং আল্লাহর ক্ষমা ও করুণা লাভের আশা করে, কারণ তিনি পরম করুণাময় ও ক্ষমাশীল। যদিও পরম করুণাময় আল্লাহ পরম করুণাময় ও ক্ষমাশীল, তবুও বিশ্বাস না করা যে তিনি এই পৃথিবীতে এবং বিচারের দিনে সৎকর্মকারী এবং মন্দকর্মকারীর সাথে সমান আচরণ করবেন,

এটি অত্যন্ত অসম্মানজনক কারণ এটি তাঁর ন্যায়বিচারক হওয়ার চ্যালেঞ্জ করে। অধ্যায় ৪৫ আল জাসিয়াহ, আয়াত ২১:

"যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে আমি তাদেরকে তাদের মতো করে দেব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে - তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান করে দেব? তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা কতই না মন্দ।"

অতএব, মহান আল্লাহর ঐশ্বরিক গুণাবলী এবং গুণাবলী সম্পর্কে ভুল বিশ্বাস গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত, সঠিক উৎস থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং আমল করা, অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর উপর বরকত ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ১৮৬:

" আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে..."

অধিকন্তু, এই আয়াতটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পদাঙ্ক কঠোরভাবে অনুসরণ করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, যার মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং তাঁর ঐতিহ্য শেখা এবং তার উপর আমল করা জড়িত, কারণ মহান আল্লাহ তাঁকে মানবতার জন্য পথপ্রদর্শকের মাধ্যম করেছেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলুন , "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন...""

অতএব, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর আমল করা থেকে বিরত থাকা উচিত, যদিও তা সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করে। কারণ ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর আমল করা যত বেশি হবে, ততই তারা নির্দেশনার দুটি উৎসের উপর আমল করবে না: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সাঃ)-এর হাদীস, যা পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করবে। সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বর হাদিসে মহানবী (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে কোনও বিষয় যা নির্দেশনার দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা আল্লাহ তাআলা প্রত্যাখ্যান করবেন।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৮৬:

" *আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে..."*

এই আয়াতটি ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। যেমন মানুষ একটি ভালো পেশা অর্জনের জন্য পার্থিব জ্ঞান অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, তেমনি তাদের ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার জন্যও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে যাতে তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝতে পারে এবং তা পূরণ করতে পারে, যা পরবর্তীতে মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। ৫১ আয ধরিয়াত, আয়াত ৫৬:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত [আনুগত্য] করার জন্যই সৃষ্টি করিনি।"

একজন ব্যক্তি যতই পার্থিব জ্ঞান অর্জন করুক না কেন, তা তাকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে, তা সে কষ্টের পরিস্থিতি হোক বা স্বাচ্ছন্দ্যের, পথ দেখাতে পারবে না, যাতে সে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং পুরষ্কার পেতে পারে। উপরন্তু, পার্থিব জ্ঞান কাউকে শেখাবে না যে কীভাবে তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয়, যা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জনের একমাত্র উপায়। অতএব, পার্থিব জ্ঞান একজন ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করা যাবে না, সে যত জ্ঞানই অর্জন করুক না কেন। পরিবর্তে, তাকে ইসলামী জ্ঞান শেখার এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে যাতে সে বুঝতে পারে যে কীভাবে জীবনযাপন করতে হয়, কীভাবে তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয় এবং কীভাবে প্রতিটি পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয় যাতে সে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করতে পারে।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৮৬:

" *আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে..."*

এছাড়াও, এই আয়াতটি কেবল দরকারী জ্ঞানের উপর গবেষণা করার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। ধর্মীয় জ্ঞানের মধ্যে এমন বিষয় অধ্যয়ন করা এড়িয়ে চলা উচিত যা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বৃদ্ধি করবে না, যার মধ্যে রয়েছে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করা, যেমন ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। ধর্মীয় জ্ঞানের একটি বিষয় প্রাসঙ্গিক কিনা তা বিচার করার একটি ভাল উপায় হল বিচারের দিন আল্লাহ তাদের কাছে এটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন কিনা তা মূল্যায়ন করা। যদি তাদের ইসলামের কোনও নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা না হয়, যেমন ইসলামী ইতিহাসের নির্দিষ্ট ঘটনা, তাহলে সেই বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক এবং এড়িয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু যদি বিচারের দিন কোনও বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যেমন প্রতিবেশীর অধিকার পূরণ করা, তাহলে এই বিষয়টি সম্পর্কে গবেষণা, শেখা এবং যথাসাধ্য কাজ করা উচিত। ১৮৬ নং আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে, মহান আল্লাহর ঐশ্বরিক গুণাবলী এবং গুণাবলী অবশ্যই তার সৃষ্ট সম্ভাবনা অনুসারে শেখা উচিত এবং তার উপর আমল করা উচিত, কারণ এটি তাদেরকে মহান আল্লাহ এবং মানুষের অধিকার পূরণে উৎসাহিত করবে, যে বিষয়গুলি নিয়ে বিচারের দিন প্রশ্ন করা হবে।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৮৬:

" *আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আমি অবশ্যই কাছে আছি..."*

মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির সাথে তাঁর নৈকট্যকে আরও স্পষ্ট করে তোলার জন্য, তিনি পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সরাসরি উত্তর দিয়েছেন। এই আয়াতে মহান আল্লাহর প্রতি ভয় এবং আশা উভয়ই তৈরি করা উচিত। ভয় মানুষকে পাপ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং আশা মানুষকে

সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করে, এই ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা অর্জনের জন্য উভয়ই প্রয়োজন। ভয় তৈরি হয় যখন একজন ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, মহান আল্লাহ তাদের এত কাছে আছেন, এমনভাবে যা সৃষ্টি দ্বারা বোঝা যায় না যে, তিনি তাদের সমস্ত চিন্তাভাবনা, উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্ম সম্পর্কে অবগত, তা অন্যদের থেকে যতই গোপন থাকুক না কেন। অতএব, তাদের চিন্তাভাবনা, উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্মকে ইসলামী শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য ক্রমাগত মূল্যায়ন করতে হবে যাতে তারা উভয় জগতেই তাদের থেকে উপকার লাভ করতে পারে। মূল আয়াতটি আশা তৈরি করে, কারণ একজন ব্যক্তি যত কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখিই হোক না কেন, তাকে অবশ্যই জানতে হবে যে যিনি তাদের অন্যদের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন এবং যত্ন করেন তিনি তাদের প্রতিটি অনুভূতি, চিন্তাভাবনা এবং কর্মের কাছাকাছি এবং পর্যবেক্ষণ করছেন। ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি যখন তার প্রিয়জনকে সাথে রাখেন তখন তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, তেমনি তার উচিত এই জেনে আরও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা যে, মহান আল্লাহ সর্বদা তার সাথে আছেন এবং তার উপর নজর রাখছেন। যে ব্যক্তি এই সত্যটি সত্যিকার অর্থে বোঝে সে খুব কমই একাকী বোধ করবে, কারণ সে জানে যে, মহান আল্লাহ তার সাথে আছেন, যেখানেই থাকুন না কেন বা যে কোনও পরিস্থিতিতেই থাকুন না কেন। অধ্যায় ৫৭ আল হাদিদ, আয়াত ৪:

"... আর তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তিনি তোমাদের সাথে আছেন..."

প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তির এতটাই নিকটবর্তী যে, যে কেউ তাঁকে ডাকে, তিনি সরাসরি তাদের ডাকে সাড়া দেন। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ১৮৬:

"... *আমি সত্যিই কাছে। যখন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই..."*

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ তাআলার সাড়া সর্বদা তাঁর অসীম জ্ঞান, তাঁর সময় এবং তাঁর কাছে প্রার্থনাকারী ব্যক্তির জন্য সর্বোত্তম কী তা অনুসারে হয়। দুঃখের বিষয় হল, অনেকেই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার ধারণাটি ভুল বোঝে এবং ধরে নেয় যে তিনি তাদের কথা শোনেন না বা সাড়া দেন না, কারণ তারা তাদের সময়সূচী এবং তাদের ইচ্ছা এবং পরিকল্পনা অনুসারে যা চেয়েছিল তা ঠিকভাবে পায় না। মহান আল্লাহ এবং তাঁর অসীম ভান্ডারকে কখনই এমন একটি দোকানের মতো বিবেচনা করা উচিত নয় যেখানে কেউ নগদ অর্থ প্রদান করে এবং যা ইচ্ছা তা তাদের ইচ্ছামত সময়সূচী অনুসারে কিনে। তাদের বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহ পরম করুণাময়, তিনি এমনভাবে সাড়া দেন যা প্রার্থনাকারীর জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়, কারণ অনেক সময় একজন ব্যক্তি এমন কিছু প্রার্থনা করে যা তাদের জন্য ভালো নয় বা তাদের জীবন থেকে এমন কিছু সরিয়ে ফেলতে চায়, যদিও তা তাদের জন্য ভালো। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

জ্ঞান এবং দূরদর্শিতার অভাবের কারণে মানুষের উচিত উভয় জগতের কল্যাণের জন্য সাধারণ প্রার্থনা মেনে চলা এবং ধৈর্যের সাথে আল্লাহর আদেশ এবং সাড়া গ্রহণ করা, কারণ তারা জানে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি তা তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২০০-২০১:

"আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে দুনিয়াতে দান করুন", আর আখেরাতে তার কোন অংশ নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।"

তাদের অবশ্যই একজন বিচক্ষণ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করেন, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্যাভ্যাস নির্ধারিত হয়। ঠিক যেমন এই বিচক্ষণ রোগী সুস্থ শরীর ও মন লাভ করেন, তেমনি যে ব্যক্তি ধৈর্য সহকারে আল্লাহর সাড়া এবং আদেশ গ্রহণ করে এবং তাঁর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখে, তিনিও সুস্থ থাকবেন। এর মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৮৬:

"... *আমি সত্যিই কাছে আছি। যখন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই..."*

এটা লক্ষ্য করার মতো বিষয় যে, মহান আল্লাহ বলেননি যে, তিনি তাঁর কাছে প্রার্থনাকারী মুসলমানের প্রার্থনার জবাব দেন। বরং তিনি সকলের জন্য প্রার্থনার দরজা খোলা রেখেছেন, তাদের বিশ্বাস, কর্ম এবং আচরণ নির্বিশেষে। এটি একটি অত্যন্ত অনন্য বাস্তবতা, কারণ বেশিরভাগ ধর্মই প্রচার করে যে, তাদের

ঈশ্বর কেবল তাদেরই প্রার্থনার জবাব দেন যারা এগুলো বিশ্বাস করে। কিন্তু সত্য হল, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আল্লাহকে ডাকে, সে সাড়া পাবে, কারণ আল্লাহ, মহান, মানুষকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জা পান। সকল মানুষের প্রতি, তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে, এই ঐশ্বরিক সাড়া পবিত্র কুরআনের অন্যান্য স্থানেও উল্লেখ করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, সূরা আল আনকাবুত, আয়াত ৬৫:

"আর যখন তারা নৌকায় আরোহণ করে, তখন তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে স্থলে পৌঁছে দেন, তখনই তারা তাঁর সাথে অন্যদের শরীক করে।"

এটি আরেকটি সূক্ষ্ম বাস্তবতার সাথে যুক্ত। যখন কোন ব্যক্তি তার বিশ্বাস নির্বিশেষে এমন কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় যা অন্য কেউ সমাধান করতে পারে না, যেমন একজন ডাক্তার, তখন সেই ব্যক্তি প্রায়শই ঈশ্বরের দিকে ফিরে যান। ব্যক্তিটি একাধিক ঈশ্বরকে ডাকে না, কেবল একজন একক ঈশ্বরকে, অর্থাৎ, মহান আল্লাহকে। তারা গভীরভাবে জানে যে, তিনি আছেন এবং একমাত্র তিনিই সবকিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখেন। এই সত্যটি প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে গেঁথে আছে এবং এটি মহান আল্লাহর একত্বের আরেকটি প্রমাণ।

অতএব, ইসলামের সত্যতা স্বীকার করার জন্য সকল মানুষের উচিত মূল আয়াতটি নিয়ে চিন্তা করা যা সকল প্রার্থনাকারীর প্রতি ঐশ্বরিক সাড়া এবং আলোচিত গোপন বাস্তবতা নির্দেশ করে।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৮৬:

" আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, [নবী মুহাম্মদ, সা.], আমি কাছেই আছি। যখন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই..."

এই আয়াতটি আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা নির্দেশ করে যা প্রায়শই মুসলমানদের দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি হয়। দুঃখের বিষয় হল, কিছু মুসলমানের আল্লাহ, সর্বশক্তিমান, বিশ্বাস একজন পার্থিব রাজার মতো। একজন পার্থিব রাজা তার রাজ্যের বিষয়গুলি নিজে পরিচালনা করতে পারেন না এবং তাই তার রাজ্য পরিচালনায় সাহায্য করার জন্য গভর্নরের মতো সাহায্যকারী নিয়োগ করেন। এই বিশ্বাসের ফলস্বরূপ, অনেক মুসলিম সময়, শক্তি এবং সম্পদ উৎসর্গ করেন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার জন্য যারা বিশেষভাবে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত বলে মনে করা হয়, ঠিক যেমন একজন গভর্নর রাজার সাথে বিশেষভাবে সংযুক্ত। তাদের লক্ষ্য হল আধ্যাত্মিক ব্যক্তিকে খুশি করা যাতে তারা তাদের পক্ষে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারে, ঠিক যেমন একজন গভর্নর রাজার কাছে সুপারিশ করতে পারেন যিনি গভর্নরকে খুশি করেন, উপহার এবং অপ্রাকৃতিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রদর্শনের মাধ্যমে। এই আধ্যাত্মিক ব্যক্তিরা সাধারণ জনগণ এবং মহান আল্লাহ, সর্বশক্তিমান, এর মধ্যে দ্বাররক্ষক হিসেবে কাজ করে, যা ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে। প্রকৃতপক্ষে, আলোচ্য মূল আয়াতটি সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং উভয় জগতে আল্লাহর নিকটতম ব্যক্তি, অর্থাৎ মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে, একজন ব্যক্তি এবং আল্লাহ, মহিমান্বিতের মধ্যে সংযোগ থেকে সরিয়ে দিয়েছে, কারণ আল্লাহ, মহিমান্বিত প্রশ্নের উত্তর সরাসরি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে না দিয়ে দিয়েছেন। যদিও, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও দ্বাররক্ষী হিসেবে কাজ করেননি বরং মানুষকে আল্লাহ, মহিমান্বিতের আনুগত্য করার সঠিক উপায় শিক্ষা দিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা আল্লাহ, মহিমান্বিত দ্বারা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, তবুও এই গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতাটি নির্দেশ করার জন্য

যে, একজন ব্যক্তির আল্লাহ, মহিমান্বিতের কাছে পৌঁছানোর জন্য দ্বাররক্ষীদের খুশি করার প্রয়োজন নেই, মহান আল্লাহ, মহিমান্বিত, ১৮৬ আয়াতে সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। অতএব, একজন মুসলিমকে একজন যোগ্য শিক্ষকের কাছ থেকে ইসলামী জ্ঞান শিখতে হবে এবং তাদের প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করতে হবে, কিন্তু তাদের বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তাদের এমন লোকদের উপাসনা করা উচিত যারা মহান আল্লাহ, মহিমান্বিতের কাছে পৌঁছানোর এবং খুশি করার জন্য আধ্যাত্মিক বলে মনে হয়। এটি আরও সমর্থন করে মূল আয়াত দ্বারা যেখানে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ যে কারো প্রার্থনার জবাব দেন, এটি বলা হয়নি যে তিনি কেবল আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের প্রার্থনার জবাব দেন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৮৬:

"... *আমি সত্যিই কাছে আছি। যখন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই...*"

এরপর আল্লাহ তাআলা একটি যুক্তিসঙ্গত সত্য তুলে ধরেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে তাদের চাহিদা পূরণের আশা করে, তাকে প্রথমে তাঁর প্রতি বিশ্বাস বাস্তবায়নের প্রতি সাড়া দিতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। দ্বিতীয় সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ১৮৬:

"... *নিশ্চয়ই আমি কাছেই আছি। প্রার্থনাকারী যখন আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই। তাই তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় [আনুগত্যের মাধ্যমে]...*"

১৮৬ নং আয়াতের পরবর্তী অংশে ঈমানের বাস্তব রূপায়নের বিষয়ে আরও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় আল বাকারাহ, ১৮৬ নং আয়াত:

"... *আমি সত্যিই কাছে আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই। তাই তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর বিশ্বাস রাখে...*"

উভয় জগতে মানসিক শান্তি লাভের জন্য একজন ব্যক্তির প্রয়োজনীয় প্রমাণ এবং মুদ্রা হলো সৎকর্ম। যেমন একটি উদ্ভিদ কেবল তখনই ফুল ফোটে যখন সে সূর্যের আলোর মতো পুষ্টি পায়, ঠিক তেমনই একজন ব্যক্তির ঈমান তখনই প্রস্ফুটিত হতে পারে যখন সে তার ঈমানকে সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করা অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য মূল আয়াতের পরবর্তী অংশে এই বাস্তবতাটি নির্দেশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় আল বাকারাহ, আয়াত ১৮৬:

"... *আমি সত্যিই কাছে আছি। প্রার্থনাকারী যখন আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই। তাই তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় [আনুগত্যের মাধ্যমে] এবং আমার উপর বিশ্বাস রাখে যাতে তারা [সঠিকভাবে] সৎপথে পরিচালিত হতে পারে।*"

ব্যবহারিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা, একজনকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে, তা সে স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক বা কঠিন, পথ দেখায়, যাতে সে সফলভাবে

সেগুলি কাটিয়ে উঠতে পারে এবং মনের শান্তি এবং অগণিত প্রতিদান লাভ করতে পারে। অধ্যায় ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রতিদান দেব যা তারা করত।"

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি কার্যত আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর ডাকে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়, সে হয়তো তার প্রার্থনার জবাব পেতে পারে কিন্তু তারা সফলভাবে সম্মুখীন হওয়া প্রতিটি পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক নির্দেশনা পাবে না, যা তাদের উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জনে বাধা সৃষ্টি করবে, এমনকি যদি তারা আনন্দ এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি উপভোগ করে, কারণ একমাত্র আল্লাহই তাদের বিষয়গুলি এবং তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় নিয়ন্ত্রণ করেন, যা মনের শান্তি এবং সাফল্যের আবাসস্থল এবং তাই তিনিই বেছে নেন কে মনের শান্তি পাবে এবং কে পাবে না। তাওবার ৯ম অধ্যায়, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

অতএব, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রার্থনা তখনই সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হবে যখন কেউ আনুগত্যের কাজ করে, কারণ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের প্রতিটি প্রার্থনার সাথে মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের কাজ জড়িত, কারণ আল্লাহর প্রতি প্রার্থনা করা, যদিও নিজের কর্মের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য না করা ফলপ্রসূ হবে না। আলোচ্য মূল আয়াতে এটি স্পষ্ট করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় আল বাকারাহ, আয়াত ১৮৬:

"... *আমি সত্যিই কাছে আছি। প্রার্থনাকারী যখন আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই। তাই তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় [আনুগত্যের মাধ্যমে] এবং আমার উপর বিশ্বাস রাখে যাতে তারা [সঠিকভাবে] সৎপথে পরিচালিত হতে পারে।"*

ভালো চরিত্রের উপর ৫০০ টিরও বেশি বিনামূল্যের ই-বুক

500+ FREE English Books & Audiobooks / كتب عربية / اردو كتب/ Buku Melayu / বাংলা বই / Libros En Español / Livres En Français / Libri Italiani / Deutsche Bücher / Livros Portugueses:

https://shaykhpod.com/books/

Backup Sites for eBooks: https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/
https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books
https://shaykhpod.weebly.com
https://archive.org/details/@shaykhpod

YouTube: https://www.youtube.com/@ShaykhPod/playlists

AudioBooks, Blogs, Infographics & Podcasts: https://shaykhpod.com/

অন্যান্য শায়খপড মিডিয়া

দৈনিক ব্লগ: www.ShaykhPod.com/Blogs
অডিওবুকস : https://shaykhpod.com/books/#audio
ছবি: https://shaykhpod.com/pics
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts
পডওম্যান: https://shaykhpod.com/podwoman
পডকিড: https://shaykhpod.com/podkid
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts